03 SEP 2016

তারিখ ...03 AUG...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সমস্যার সমাধান চাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নানামুখী সংকট বহুল আলোচিত হলেও ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংকট অপেক্ষাকৃত অনালোচিত, অস্বীকারের অবকাশ নেই। সমকালে মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার প্রকাশিত চারটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন তাদের আবাসন সংকট, অপ্রতুল নিরাপত্তা, প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখানে পড়ার সুযোগ অর্জন করে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে। তাদের বেশিরভাগের থাকার জন্য আবাসিক হলই একমাত্র ভরসা। বাইরের বিভিন্ন মেসে থেকে পড়াশোনা তাদের জন্য কেবল সময় ও প্রাণশক্তির জন্য অপচয়মূলক নয়, আর্থিক সামর্থ্যেরও প্রশ্ন। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় ছাত্রীদের পোহাতে হয় ঘর ও বাইরের বাড়তি বিড়ম্বনা। সমকালের প্রতিবেদন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ছাত্রীদের ৪৩ শতাংশকেই আবাসিক হলের বাইরে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এর অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক ছাত্রী আবাসন সংকটের নামে আসলে আর্থিক ও সামাজিক বিড়ম্বনা কেবল নয়, নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতেও রয়েছে! আমাদের বিস্ময় এখানেই শেষ হলে মন্দের ভালো হতো। সমকালের দ্বিতীয় কিস্তির প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, হলে কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই যে বিড়ম্বনার অবসান হবে– এমন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত মূল ক্যাম্পাসের বাইরে বা প্রান্তে থাকা তিনটি ছাত্রী হলের সামনে রয়েছে বহিরাগত, বখাটে এমনকি মাদকসেবীদের উৎপাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদিও এমন পরিস্থিতিকে 'সামাজিক ব্যাধি' হিসেবে আখ্যায়িত করে এসব প্রতিরোধে নানা সময়ে নেওয়া ব্যবস্থার কথা বলেছেন, আমাদের পক্ষে আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। আমরা দেখতে চাইব, অবিলম্বে হল তিনটির প্রবেশমুখ ও আশপাশের শৃঙ্খলা ও সামাজিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক আসন বা হলের সংখ্যা বাড়ানো সহজ নয়, আমরা জানি। কিন্তু চাইলেই হল তিনটির সম্মুখভাগ 'পরিচ্ছন্ন' করতে পারে কর্তৃপক্ষ। কেবল সম্মুখভাগ নয়, অভ্যন্তরেও শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারি চাই আমরা। কোনো কোনো হলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের পক্ষে কেউ কেউ 'সিট বাণিজ্য' করছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখা হোক গুরুত্বের সঙ্গে। আমরা মনে করি, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আসন সংখ্যাতেও ছাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ উপহার দিতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বস্তুত সমকালের অপর দুই প্রতিবেদনের উপজীব্য– প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব আসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলার মাধ্যমে। আমরা এও মনে করি, সীমিত বরাদ্দ, শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ যদি আন্তরিক হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসনসহ অন্যান্য সংকট নিরসন না হোক মাত্রা কমিয়ে আনা অবশ্যই সম্ভব। সমকালের প্রতিবেদনগুলোতে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের সর্বনিম্ন সুবিধাদিরও করুণ চিত্র সেই তাগিদই দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সাড়া দিন, অবিলম্বে।